বুয়েট

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

বুয়েটে কর্তৃপক্ষ-শিক্ষার্থী মুখোমুখি

❑ ৫ দফা বিধি নিষেধ জারি, তুমুল উত্তেজনা, প্রধান গেট ভাঙচুর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা আমরণ অনশন শুরু করছে, কর্তৃপক্ষ সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধসহ ৫ দফা বিধিনিষেধ জারি করেছে। শিক্ষার্থীরা এসব বিধিনিষেধের প্রতিবাদে কালই বিক্ষোভ করেছে। প্রধান গেটও ভেঙে ফেলেছে। যেসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা তাদের ক্ষমা চাইতে বলছে।

স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল রোববার হতে বুয়েট ক্যাফেটেরিয়ার সামনে আমরণ অনশন শুরু করেছে। সকল বিভাগের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা স্থাপত্য বিভাগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। গত ১৯শে মার্চ ছাত্র জিয়াউলকে মারধর করার প্রতিবাদে আজ থেকে ক্যাম্পাসে সার্বিক ধর্মঘটের ডাক দেয়া হচ্ছে। গতকাল দুপুরে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের একটি বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

গতকাল দুপুরে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবিতে সংসদ ভবনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে ৫ দফা বিধিনিষেধ জারি করেছেন। এসব সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা গতকাল সন্ধ্যায় মিছিল করে ও বুয়েটের প্রধান গেট ভেঙে ফেলে। তারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশের কপি পোড়ায়।

ছাত্ররা বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিচালক শামীম উজ্জামান বসুনিয়ার অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করে।

বুয়েট কর্তৃপক্ষ যে ৫ দফা বিধিনিষেধ জারি করেছেন সেগুলো হলোঃ আগামী ২৮শে মার্চ পর্যন্ত বুয়েটের শহীদ মিনার সংলগ্ন এলাকাসহ ক্যাম্পাসের কোন স্থানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন সময় সভা সমাবেশ করা যাবে না। ক্যাম্পাসের সকল গেট সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ হবে এবং সকাল ৬টায় খুলবে। সন্ধ্যা ৬টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র শিক্ষক, কর্মকর্তা ও যথাযথ শনাক্তকরণের পরে জরুরি কাজে নিয়োজিত লোকজন ছাড়া কেউ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে বুয়েট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

বুয়েট ঃ মুখোমুখি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না। বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া বিকেল সাড়ে ৫টার পর বন্ধ থাকবে এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি বিকেল ৫টায় বন্ধ হবে।

গতকাল সারাদিনই ক্যাম্পাসে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটায় সাধারণ ছাত্র ও ছাত্র সংগঠনগুলো স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের পক্ষে অবস্থান নেয়। বুয়েটে এ অচলাবস্থা, আন্দোলন-সংগ্রাম চলছে ২রা ফেব্রুয়ারি হতে। প্রথমে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা এ আন্দোলন শুরু করেন। এর পর এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গত ১লা মার্চ হতে।১৫ জন শিক্ষক তাদের দাবিতে পদত্যাগ করেন গত ১৫ই মার্চ।

ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গতকাল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করেছে ও বিবৃতি দিয়েছে।

ছাত্রলীগ (শা-পা) বুয়েট শাখা 'সন্ধ্যা আইন' বাতিলের দাবিতে গতকাল সান্ধ্য ৬টায় একটি মিছিল বের করেছে।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান তপন এক বিবৃতিতে বলেন, বুয়েট ক্যাম্পাসে জমায়েত নিষিদ্ধ করা, ব্যানার লাগাতে না দেয়া ও গেট বন্ধ করার মতো পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারি মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে।

উপাচার্য আজ গোটা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন